টু স্যার, উইথ লাভ

ফাতেহ্ আলী চৌধুরী

ইতিহাসের পাতায় জনৈক মেজর হায়দারের নাম থাকবে কিনা জানিনা । বর্তমান রাজনৈতিক ডামাডোলের ইতিহাসে হয়ত এই মহান মুক্তিযোদ্ধার স্থান নেই । তার প্রয়োজনও নেই । ইতিহাস কোনো রাজনৈতিক প্রচারপত্র নয় । তাই ইতিহাস কখনো সমকালীন হয়না । ইতিহাস কখনো বোধহয় লেখা যায় না । যা লেখা হয় তা হচ্ছে documentation বা রাজনৈতিক প্রচারপত্র । মেজর হায়দারের নাম লেখা হয়নি সমকালীন কোনো গাঁথায় । তবে হায়দার আছে সেক্টর-২ এর হাজার সহযোদ্ধার হৃদয়ে, তাদের লোকমুখে । আমার লেখাটি হায়দারের স্মৃতি ঘিরে তার সহযোদ্ধাদের oral histroy -এর সামান্য একটি আলেখ্য মাত্র । এটি তার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ । কোনো প্রচারপত্র নয়, কোনো ক্ষোভ নয়, কোন দুঃখ নয় ।

আমি, মায়া (বর্তমান নৌ প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম), কাজী কামাল বীর বিক্রম, গাজী দস্তিগীর বীর প্রতীক, সিরাজ আরো অনেকে দল বেধে চললাম স্বাধীনতার সন্ধানে । হাজির হলাম আগরতলায় । ঘটনাচক্রে ওখান থেকে মেজর আখতার বীর প্রতীক-এর সাহায্যে হাজির হলাম মতিনগর ৪র্থ বেংগল কর্তৃত্বাধীন সেক্টর - ২ হেড কোয়ার্টার (তখন অবশ্য সেক্টর - ২ গঠিত হয়নি)-এ । সেখানে দেখা হলো বাদল, আজিজ, বীর প্রতীক, আলম বীর প্রতীক, সহ অনেক ঢাকার ছেলেদের সাথে । সবাই বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ বা প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন কলেজের ছাত্র । তখন ক্যাম্প হয়নি - খাবার দাবারের ঠিক নেই । গাছ তলায় থাকি । । যাহোক তবুও কি যে অভূতপূর্ব শিহরণ । পরদিন সকালে সবাই হাজির পাহাড়ের নীচে । সারিবদ্বভাবে দাড়িয়ে আছি । কমান্ডের বা নেতৃত্বের অপেক্ষায় । হঠাৎ পাহাড় থেকে নেমে এলো কর্নেল খালেদ মোশারফ । কমান্ডিং অফিসার বিদ্রোহী ৪র্থ বেংগল রেজিমেন্টের । অবাক বিস্ময়ে দেখছি সুদর্শন বিদ্রোহী বীরকে । তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বিছু বললেন । আর পরিচয় করিয়ে দিলেন জনৈক মেজর হায়দারের সাথে । হাত ভাংগা - Sling-এ ঝুলানো । কুমিল্লা কান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসার সময় অথবা কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জ ব্রিজের Demolition-এ হাত ভেংগেছেন বা কেন যেন হাতে গুলি লেগেছে । শক্ত চেহারা, গ্রীক Scupture-এর মত । শুনলাম পাকিস্তানের বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত কমান্ডো কাহিনীর সদস্য । এই মেজরই

হবেন সমগ্র ঢাকা এরিয়ার কমান্ডিং অফিসার এবং মেজর হায়দারের নেতৃত্বাধীনে বিভিন্ন সুবেদার/ হাবিলদাররা আমাদের বিভিন্ন অস্ত্রের ট্রেনিং দেবে ।

আমাদের ট্রেনিং শুরু করালেন মেজর হায়দার মতিনগরে । মুনীর ওস্তাদ, তরু ওস্তাদ ও আরও অনেকে মেজর হায়দারের তত্বাবধানে । আমাদের খাওয়া, তাবু তৈরী, জংগল কাটা থেকে ট্রেনিং সবই ক্যাপ্টেন হায়দারের নিজের তত্ত্বাবধানে করতেন । কি অমানুষিক পরিশ্রম করতেন মেজর হায়দার । অসম্ভব শক্তিশালী এই মানুষটিকে আমি কোনদিন ক্লান্ত হতে দেখেনি ।

ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠে অদ্ভুত এক সম্পর্ক মেজর হায়দারের সাথে । যেমন ভয় পেতাম তেমনি ভালোবাসতাম এই যুদ্ধের গুরুকে, স্যারকে । ট্রেনিং শুরু হলো । প্রথম দিন ৩০৩ দিয়ে ফায়ারিং করালো । প্রচন্ড ধাক্কা খেলাম । অস্ত্রের নমুনা দেখে বেশ হতাশ. হয়ে গেলাম । হায়দার স্যারকে ভয়ে কিছু বলতে পারিনা । তারপর দিন ষ্টেন গান দিয়ে ফায়ারিং করালো । বেশ লাগলো । এভাবে আমাদের হায়দার স্যার নানা রকম Explosive- ব্যবহার দেখালেন । একদিন আমাদের ৭৩৭ সেল্ফ লোডিং রাইফেল (এসএলআর) দিয়ে ফায়ারিং করালো - বাংলাদেশের ভিতর । পাকিস্তানী শত্রুর উপর আক্রমন এটা অবশ্য এক ধরনের Mock Fight ছিল । সে কি গর্ব, আনন্দ আমাদের ।

মাও-এর গেরিলা যুদ্বের রণনীতি বা চে-এর Box Abush ইত্যাদি বেফার করতেন ট্রেনিং-এর সময় । শত্রু যখন পলায়নরত তখন আক্রমন করো, শত্রু যখন তোমাকে ধাওয়া করবে তুমি পালাবে, শত্রু যখন বিশ্রাম করবে তখন তাকে আক্রমন করবে যাতে বিশ্রাম নিতে না পারে ।

ট্রেনিং শেষ । একদিন Movement order এলো । আমরা মতিনগর থেকে মেলাগর এলাম সারারাত হেটে । হায়দার আবার শুরু করলো মেলাগরে নুতনভাবে নুতন ছেলেদের ট্রেনিং । যাদের সর্বপ্রথম মতিনগরে ট্রেনিং হয়ে গেছে তাদের যুদ্বে যাবার পালা । হায়দার ১৭ জন নিয়ে গঠিত একটি দল ঢাকায় পাঠিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করার প্রস্তুতি ছিল হায়দারের দুঃসাহসিক যুদ্ধ পরিকল্পনা । যে রাতে ১৭ জনের দল প্রথম ঢাকা আক্রমনে পাঠাবে স্যার ছিল ভীষন উত্তেজিত - যা তিনি কখনো প্রকাশ করতেন না কিন্তু যা প্রকাশ হয়ে পড়লো তা হচ্ছে বিষন্নতা ।

ঢাকায় এসে যোগাযোগ হলো মাসুদ সাদেক (চুল্লু), সামাদ বীরপ্রতীক, স্বপন বীরবিক্রমদের সাথে । ধীরে ধীরে আমাদের দল বড় হয়ে উঠলো । চললো অপারেশন ঢাকা শহরে । আলম ছিল এই দলের coordination-এ।পরবর্তীতে এটাই ক্র্যাক প্লেটুন বলে পরিচিত হয় ।

প্রথম নিজের হাতের ট্রেনিং প্রাপ্ত বাছাই ছেলেদের নিয়ে গঠিত এই দলটি ।২৯শে আগষ্ট ১৯৭১ সাল । ক্র্যাক প্লেটুনের কোন এক অসর্তক মুর্হুত্তে কেউ একজন ধরা পড়ে । তার ফলে পুরো দল ঘেরাও হয় ঢাকা বিভিন্ন স্থানে । ধরা পড়ে শহীদ হন আলতাফ মাহমুদ, রুমি বীর বিক্রম, বদি বীর বিক্রম, বাকের বীর প্রতীক, জুয়েল বীর বিক্রম ও আরো অনেকে । ধরা হড়ে বেচেঁ যায় মাসুদ সাদেক চুল্লু (বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রীর ছোট ভাই), সামাদ বীর প্রতীক, আলভী (বর্তমানে আর্ট কলেজের শিক্ষক)।

আমি মায়া, গাজী, মানু, আলম, জিয়া, শাহাদৎ চৌধুরী ও সিরাজসহ কয়েকজন বেচে যাই । আমি প্রথম মেলাগরে হায়দার স্যারকে রিপোর্ট করি । হায়দার কথাটা শুনে প্রথম থতমত খেয়ে দৌড়ে ক্যাম্পে চলে আসেন । বাদল দাড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে । হঠাৎ শুনলাম হায়দার স্যার কাঁদছে । কিছুদিন পড়ে আমরা মায়ার নেতৃত্বে ক্র্যাক প্লেটুনের বিরাট দল নিয়ে আবার ঢাকার দিকে রওনা হলাম । তিনটা সেকশনে ভাগ করা হলো দলটি - মায়া, গাজী ও আমি সেকশনের কমান্ড-এ থাকলাম । হায়দার স্যার ভারত সীমান্তে দাড়িয়ে আমাদের ইন্ডাক্ট করতে আসলো । স্যারের মুখ গম্ভির ও উত্তেজিত । হায়দার হঠাৎ আমার দিকে তাকালো । আমাকে কাছে ডাকলো - ফাতেহ্ কাছে এসো । এলাম । হায়দার স্যার আমার পিঠে হাত দিয়ে বললো মনে আছে তোমাকে কেন যেন জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি সবচেয়ে ভালোবাস কাকে ? তুমি বলেছিলে নিজের জীবন । আমি বলেছিলাম তবে যুদ্ধে এলে কেন? তুমি বলেছিলে সেটা বাংলাদেশকে দিতে । বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো ভীষন চেপে । তারপর স্যার বললো জেনারেল প্যাটুনের একটা কথা - No Bastard win a war by dying for his country, a bastard can win a war making other poor bastard dying for his country. একটু হেসে বললাম That poor Pakistani Bastard may make me to die my country again । হায়দার জোড়ে হেসে বললো Just Don't die, thats my order. আমি বললাম Yes, Sir ।

এবার আমাদের ঢাকা শহরে পাঠানো হলো না । পাঠানো হলে আশে পাশে থানাগুলোতে - আড়াইহাজার, বৈদ্যের বাজার ও রূপগঞ্জ । শেষে ঢাকা পাশেই ইছাপুর, বাড্ডায় ত্রিমোহনী অবস্থান নিলাম । ভারত ৩রা ডিসেম্বর ত্রিমোহনী আক্রমনের পর মুড়াপাড়ায় দালাল গুল বক্স ভূইয়ার টেক্সটাইল মিলে অবস্থান নিলাম । আমরা ভারতের বিমান আক্রমনের সুযোগে বিভিন্ন পাকিস্তানী ক্যাম্প/বাংকারে আক্রমন শুরু করলাম । তখন বোধহয় ১১-১২ তারিখ - কর্নেল শফিউল্লাহ্ কমান্ড-এ সেকেন্ড বেংগল মুড়াপাড়ার আশেপাশে অবস্থান নিলো । আমরাতো অবাক সেকেন্ড বেংগল (এস ফোর্স) এলো কেমন করে । যাহোক ,আমরা অশা করেছিলাম সেক্টর -২ এর কে ফোর্স-এর কোন ট্রুপ আসবে । আমাদের একটু মন খারাপ । এমনি একদিন দুপুরে দেখলাম রূপসা নদীর পাড় ধরে হেটে আসছে মেজর হায়দার - সাথে দুজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্বা । সারারাত জেগে পুরো ক্র্যাক প্লেটুন পর্যায়ক্রমে পাহাড়া দিল আমাদের প্রানপ্রিয় কমান্ডারকে । সেকি উত্তেজনা ও গৌরব । মেজর সমস্ত পথ অতিক্রম করে এসেছে তার প্রিয় ক্র্যাক প্লেটুন-এর কাছে । স্যার ১ দিন বা ২ দিন ছিলেন আমাদের কাছে । ঠিক মনে নেই - বোধহয় বিগ্রেডিয়ার সাবেক সিং (৯৫ বিএসএফ হেড কোয়ার্টার) হেলিকপ্টারে মুড়াপাড়া এলো তারপর মেজর হায়দারকে নিয়ে ঢাকায় চলে গেল । ১৬ই ডিসেম্বর জানলাম মেজর হায়দর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে আসবে- তোরজোর করে ঢাকায় চলে আসলাম ।

যাহোক, আমরা ঢাকায় ঢুকে মেজর হায়দারের কমান্ডে শান্তি রক্ষার চেষ্টা চালাই । আমি, আলম পরদিন রেডিও অফিসে যাই । ৮-৪৫ মিঃ রেডিও খুলে দেয়া হয় এবং মেজর হায়দার বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বক্তব্য দেয় । আমি, আলম ও জিয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের-এর গেট মেজর হায়দারের নির্দেশে খুলে দেই ।আমরা সন্ধ্যায় টিভি ভবন ঘেরাও করি । মেজর হায়দার বাংলাদেশ আর্মি পক্ষ থেকে বক্তব্য আর কিছু নির্দেশাবলী প্রচার করে ।

তারপর হায়দার লেডিস ক্লাবে আফিস নেয় । সবার্ত্মক চেষ্টা চালায় সৎ, আদর্শবাদী সাহসী মেজর হিসাবে ঢাকার আইন শৃংখলা রক্ষা করার ।

তারপর হায়দার আস্তে ধীরে ফিরে যায় তার নিজের প্রিয় আর্মি-এর কাজে । তারপর মাঝে স্যারের সাথে দেখা হতো ঢাকায় ।

এলো ৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫ । এক সাময়িক অভ্যুত্থানে নিহত হলেন মেজর হায়দার । হোমারের ইলিয়ডের ট্রয়ের দেশপ্রেমিক বীর হেক্টরের মত করুণ অসহায় মৃত্যু ।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জঞ্জালে ভরে গেছে । ইতিহাসের পরগাছা একদিন নিজেই বিলীন হয়ে যাবে । বেরিয়ে আসবে দেশের জন্য যে সব বীর আত্মহুতি দিয়েছিলো সে সব বীরদের কথা । এক অভাগা জাতির জন্য, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মে বীর গাঁথার প্রয়োজন । এই বীরদের উদ্দেশ্যে আমার যা বলতে ইচ্ছে করছে -

" In blossom today tomorrow scattered
Life is such like a beautiful flower
How can you expect the fragrance
To last for ever"

- Admiral Tajikito Ohinishi
Commander of Kamikaze Operation
Second World War (Japanese Navy)
He later committed Hara-kiri

- লেখক ৭১ যুদ্ধকালীন সময়ে ঢাকা অপারেশন-এ ক্র্যাক প্লেটুনের সদস্য/বর্তমানে ব্যবসায়ী ।